



10528 - শূকররে গোশতরে নাপাকি

প্রশ্ন

আমি পড়ছি যে, যসেব থালা-বাসন, চামচ বা চাকু শূকররে গোশতরে স্পর্শে এসছে সেগুলো সাতবার পানি দিয়ে এবং একবার বালু দিয়ে পরষ্কার করতে হবে— এটা কিসঠকি? কোন হাদিসরে ভিত্তিতে এ হুকুমটা এসছে? থালা-বাসন সাবান দিয়ে একবার ধুয়ে নলি কচলবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

শূকররে গোশত হারাম। শূকররে গোশত, চর্ব্বিথবা অন্য য়ে কোনো অংশ খাওয়া নাজায়যে। দললি হচ্ছ আল্লাহর বাণী (ভাবানুবাদ): “তোমাদের উপর হারাম করা হয়ছে— মরা প্রাণী, রক্ত ও শূকররে গোশত।” [সূরা আল-মায়দি: ৩]

মুসলমানগণ শূকররে সবকিছু হারাম হওয়ার ব্যাপারে ‘ইজমা’ (ঐক্যমত্য) করছেন। শূকররে মধ্যযে ক্ষতকির উপাদান থাকায় এবং শূকর অপবিত্র হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা শূকর খাওয়া হারাম করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: (ভাবানুবাদ): “বলুন, যা কিছু আমার কাছে ওহী করা হয়ছে, তাতে আহরকারীর আহর হিসেবে কোন কিছুই নষিদিধ পাই না— মরা প্রাণী, প্রবহমান রক্ত ও শূকররে গোশত ছাড়া; কারণ তা (শূকররে গোশত) অপবিত্র” [সূরা আল আনআম: ১৪৫]

শূকররে গোশত রোগরে উৎস। বজ্জিঞান যত আগাচ্ছ বজ্জিঞানীরা শূকররে গোশত খাওয়ার ফলস্বেষ্ট নতুন নতুন রোগরে সন্ধান পাচ্ছ। তাই য়ে কোন মুসলমানরে উচতি যখনে এই নক্ষ্ট গোশত ভক্ষণকরা হয় সখোনে না যাওয়া; য়াতে করে নজিরে অজান্তে তা খয়ে ফলো থকে বঁচে থাকতে পারে।

থালা-বাসন ধোয়ার ব্যাপারে বলব য়ে, এই নক্ষ্ট গোশতরে নাপাকি য়েভাবে চল য়ে সয়েভে ভাল করে ধুয়ে নলি চলবে। এ ব্যাপারে বশিদ্ধ মত হল— শূকররে গোশত অন্যান্য সাধারণ নাপাকির মত। এ ক্ষতরে সাতবার পানি দিয়ে; একবার মাটি দিয়ে ধৌত করার দরকার নহে।

দখেুন: শাইখ ইবনে উছাইমীন এর ‘আশশারহুল মুমত’ ১/৩৫৬

আল্লাহই ভাল জানেন।